সংবাদ

তারিখ 27 DEC 2002 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

সেনবাগ, বেতাগী ও গৌরীপুরে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উপস্থিতির হার কম

সংবাদ ডেস্ক : দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় তালিকাভুক্ত অনেক ছাত্রছাত্রীই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি। প্রতিটি উপজেলায় ৬ জনকে বৃত্তি প্রদানের সুযোগ থাকায় গ্রামের স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের ধারণা উপজেলা সদরের ছাত্রছাত্রীরাই বৃত্তি লাভ করবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তারা অযথা অর্থ ব্যয় করতে চান না। আমাদের সংবাদদাতাদের খবর :

সেনবাগ প্রতিনিধি : সোমবার থেকে ২ দিনব্যাপী নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার একমাত্র কেন্দ্র সেনবাগ সরকারি পাইলট হাইস্কুলে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এ বছর উল্লেখযোগ্য কমসংখ্যক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। কেন্দ্র সচিব মীর মোজাম্মেল হোসেন ও হল সুপার প্রসাদ কুমার ভাওয়াল জানান, সেনবাগের ২৩টির মতো উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ৭শ' ৭৫ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এবার মাত্র ৪শ' পরীক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। বাকি ৩শ' ৫৫ জন অনুপস্থিত রয়েছে। বাংলা, ইংরেজি, অংক, বিজ্ঞান ও সমাজে মোট ৪শ' নম্বরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বেতাগী (বরগুনা) থেকে সংবাদদাতা : জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উপস্থিতির সংখ্যা কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে বেতাগী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (টিপিও) তপন কুমার বিশ্বাস ও বেতাগী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. হেমায়েত হোসেন জানান, সরকারের বিধি মোতাবেক প্রতিবছর বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি নবায়নের জন্য অষ্টম শ্রেণীর মোট ছাত্রছাত্রীর ২০% বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শর্ত থাকায় যত ছাত্রছাত্রী ফরম পূরণ করে তার অধিকাংশই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে না। অন্যদিকে আবার একটি উপজেলায় মোট বৃত্তি পাবে ৬ জনের মধ্যে ২ ট্যালেন্টপুলে এবং ৪ সাধারণ বৃত্তি। তাই গ্রামের বিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা মনে করেন, সদরের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাদের ছেলেমেয়েরা প্রতিযোগিতায় টিকবে না।

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা : এ বছর উপজেলার ৩২টি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৫শ' জন ছাত্রছাত্রী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত হলেও প্রথম দিনে পরীক্ষায় ১শ' ৯০ জনই অংশগ্রহণ করেনি। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে শতকরা ২০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণের বিধান রয়েছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়ম পূরণ করলেও ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় উপস্থিতির হার হ্রাস পায়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাহাআরা বানুসহ শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।